বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

৩৭

তারিখ 22 APR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমদ চেয়ারম্যান

২৯ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইসচ্যান্সেলর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর মফিজউদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে সরকার ২৯ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। গতরাতে ঢাকায় একথা ঘোষণা করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমিশনের সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। শীঘ্রই কমিশনের কাজ শুরু হবে এবং ১৯৮৭ সালের ২২শে জুলাই কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করবেন।

ঘোষণায় বলা হয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক মাদ্রাসা, কারিগরি, কৃষি, মেডিক্যাল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশসহ কমিশনকে তার রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করে বলেন, আমরা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে কিভাবে সকলের জন্য সর্বতোভাবে কল্যাণকর এর পরিচালনা ব্যবস্থাকে সুসমন্বিত ও সুসংহত করতে পারি, কমিশনকে তা সুপারিশ করতে হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষা পদ্ধতিকে বাস্তবধর্মী, উৎপাদনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্যও কমিশনকে অবশ্য সুপারিশ পেশ করতে হবে।

শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য হবে, আমাদের সন্তানদের দেশপ্রেমিক জাতীয়তবাদী ও আদর্শবাদী

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 APR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

শিক্ষা কমিশন গঠিত

(প্রথম পৃঃ পর)

হিসেবে গড়ে তোলা।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কমিশনকে ছাত্রদের ভর্তি পদ্ধতির ব্যাপারে, শিক্ষক নিয়োগ, জাতীয় পাঠসূচী, পাঠ্যবই শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

কমিশনকে শিক্ষাখাতে সম্পদের সার্বিক প্রয়োগ ও তার ফলপ্রসূ বন্টন সম্পর্কেও সুপারিশ করতে হবে।

কমিশন ছাত্র সমস্যা, শিক্ষা সেসনের জট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও তার প্রশাসনিক ও পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা ও তার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করবেন।

মাহবুবুর রহমান বলেন, এ কমিশন ইতিপূর্বের শিক্ষা কমিশন ও কমিটিসমূহের রিপোর্টগুলোর কোন কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারেও সুপারিশ করবে।

তিনি বলেন, রিপোর্ট ও সুপারিশ চূড়ান্ত করার আগে কমিশন শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের মতামত নেবে ও তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবে এবং সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নে রূপরেখা দেবে।

একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের গভীর আগ্রহের কথা প্রকাশ করে মাহবুবুর রহমান বলেন, শিক্ষা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের শিক্ষাকে রাজনৈতিক দলাদলি ও দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য সকলের প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

কমিশনে রয়েছেন সংসদ সদস্য ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মোমিনউদ্দীন আহমদ, অধ্যক্ষ আজাহারুল হক এমপি, এ কে এম শামসুল হুদা এমপি, মোহাম্মদ আয়েনউদ্দীন এমপি, অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার এমপি, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ নূরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম এ মান্নান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম এ রকিব, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন খান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মমতাজউদ্দীন, সাবেক শিক্ষা সচিব জনাব বোরহানউদ্দীন আহমদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সাবেক সচিব ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন, গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা মহাপরিচালক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেড এইচ ভূঁইয়া, রাজশাহী সরকারী কলেজের অধ্যাপক আবুল কাশেম সাবেক ডিপিআই ও সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাক্তন সদস্য মোহাম্মদ নূর-উস-সফা, নিয়েইয়ারের সাবেক মহাপরিচালক ডঃ নূরুল হক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুর রশিদ, শেখ বোরহানউদ্দীন কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ, ঢাকার অগ্রণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বেগম কে এ মনসুর, ঢাকার সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ নূরুল হক এবং ঢাকার লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম।

কমিশনের কয়েকজন সদস্য কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের এবং অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বাধীন পরীক্ষা কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন।